মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৬৫

পর্ব-৩: পাক-পবিত্রতা (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ২. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - পায়খানা-প্রস্রাবের আদব

আরবী

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُول إِلَّا قَاعِدا» . رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ

বাংলা

৩৬৫-[৩২] ’আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না। তিনি সব সময়ই বসে প্রস্রাব করতেন। (আহমাদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : তিরমিযী ১২, নাসায়ী ২৯, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২০১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: এ হাদীসটি ঐ দলের পক্ষের দলীল যারা বলেন ওযর বা সমস্যা ব্যতীত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাকরূহ। কারণ এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন না বরং প্রস্রাবের ক্ষেত্রে তার নিয়ম ছিল বসে প্রস্রাব করা। এর জবাবে বলা হয়েছেঃ ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর এ হাদীসটি সহীহ নয়। তর্কের খাতিরে যদি তা সহীহ ধরেও নেয়া হয় (যদিও তা নয়) তারপরেও বিশুদ্ধতার বিচারে কোন সন্দেহ ছাড়াই হুযায়ফার হাদীসটি অধিক বিশুদ্ধ। দ্বিতীয়ত ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটি তার জ্ঞান অনুপাতে, ফলে তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়ীর আ‘মালের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু বাইরের আ‘মালের বিষয়ে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) অবগত ছিলেন না। যা প্রসিদ্ধ সাহাবী হুযায়ফাহ্ সংরক্ষণ বা মুখস্থ করেছিলেন।

বলা হয়েছে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর এই হাদীসের অর্থ যে ‘‘তোমাদের সংবাদ দিবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে অভ্যস্ত ছিলেন তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসে করতেই অভ্যস্ত ছিলেন।’’ ফলে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটি হুযায়ফাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসের

বিপরীত নয়। অতএব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধতার বর্ণনা দেয়ার জন্য কখনো কখনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন তবে তিনি বসে প্রস্রাব করতেই অভ্যস্ত ছিলেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54924

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন